দৈনিক

২ বছরেই ঝরে পড়েছে আড়াই লাখ শিক্ষার্থী

এম এইচ রবিন ●

৮ম থেকে দশম শ্রেণি না পেরুতেই শিক্ষাজীবন ছেড়েছে প্রায় আড়াই লাখ ছাত্রছাত্রী। এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর ঝরে পড়ার জন্য পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, সামাজিক সুরক্ষার অভাব এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থাকে দায়ী করছেন শিক্ষাবিদরা।

অষ্টম থেকে দশম

- পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতা
- দুর্গম যোগাযোগ ব্যবস্থা
- অভিভাবকদের অসচেতনতা

অনুসন্ধানে দেখা গেছে, শিক্ষায় সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) বাস্তবায়নে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণে সফলতা দেখিয়েছে বাংলাদেশ। তবে স্কুল থেকে ঝরে পড়া হ্রাস করতে সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও তাতে প্রত্যাশিত ফল আসছে না। এতে করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা-৪ (এসডিজি) অর্জনে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে। এসডিজি ৪-এ বলা হয়েছে– অন্তর্ভুক্তিমূলক, সমতাপূর্ণ ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগ সৃষ্টি করা।

জানা গেছে, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, উপবৃত্তি, মেয়েদের বাল্য বিয়ে নিরুৎসাহ, ইংরেজি, বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাসের ব্যবস্থা– কোনোটাই খুব বেশি কাজে আসছে না শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া রোধে। মাত্র দুই বছর আগে ৮ম শ্রেণির সমাপনী পরীক্ষায় পাস করে ১৮ লাখ ৪৫ হাজার ৭৩২ শিক্ষার্থী। এদেরই এ বছর এসএসসি ও সমানের পরীক্ষায় অংশ নেওয়ার কথা। অথচ দুই বছরের ব্যবধানে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১৬ লাখ ৭ হাজার ১২৪ জন নিয়মিত শিক্ষার্থী। অর্থাৎ ৮ম থেকে দশম শ্রেণি না পেরুতেই শিক্ষাজীবন ছেড়েছে ২ লাখ ৩৮ হাজার ৬০৮ জন।

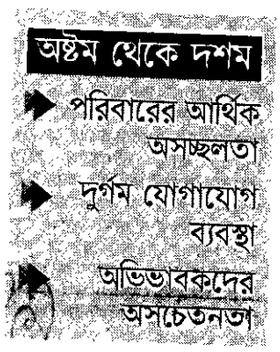

মাধ্যমিকের এই শিক্ষার্থীদের স্কুল ছাড়ার জন্য পরিবারের আর্থিক অসচ্ছলতাকে দায়ী করে শিক্ষাবিদ ইমেরিটাস অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বলেন, শিক্ষা উপকরণ থেকে শুরু করে প্রাইভেট কোচিং, গাইড বই সব কিছু মিলিয়ে শিক্ষা এখন বাণিজ্যে পরিণত হয়েছে। অনেকের পক্ষেই এই ব্যয় বহন করা সম্ভব হচ্ছে না। লেখাপড়ার সঙ্গে জীবিকার সম্পর্ক নেই। লেখাপড়া দিয়ে বেকারত্ব দূর হবে এমনটিও নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ফলে সমস্যাটা অর্থনৈতিক।

তিনি আরও বলেন, কিন্তু এই সমস্যার মূলে যেতে চাচ্ছে না সরকার। এত শিক্ষার্থী কোথায় হারিয়ে গেল? কেন হারিয়ে গেল? তাও বুঝতে

এরপর পৃষ্ঠা ৯, কলাম ৭

২ বছরেই ঝরে পড়েছে

(শেষ পৃষ্ঠার পর) চাচ্ছে না। বরং সরকার হৈহুল্লোড় করছে জিপিএ-৫ নিয়ে।

ঝরে পড়া রোধে সরকারের অবস্থান সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন আমাদের সময়কে বলেন, আগের চেয়ে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার হার কমেছে। তবে নানা উদ্যোগের পরেও এ হার প্রত্যাশিত নয়। এর কারণ হিসেবে তিনি বলেন, গ্রামের ছাত্রদের অনেকে জেএসসি পরীক্ষা পাসের পরে অর্থনৈতিক সমস্যার কারণে বিদেশে পাড়ি দিচ্ছে। মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। এজন্য ঝরে পড়া হ্রাসে প্রত্যাশিত ফল আসছে না।

শিক্ষা গবেষক খায়রুল আলম মনির বলেন, সরকার এমজিজি অর্জনে সাফল্য দেখিয়েছে, প্রাথমিক শিক্ষায় প্রায় শতভাগ অংশগ্রহণ এবং জেন্ডার সমতা অর্জন করেছে। কিন্তু এসডিজি-৪ অর্জনে অনেকটা চ্যালেঞ্জ হবে। এখানে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও সবার জন্য জীবনব্যাপী শিক্ষা সুযোগের কথা বলা হয়েছে। ঝরে পড়া রোধে অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। শিক্ষকদের শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিতে হবে, কেন তারা স্কুলে আসছে না। রাষ্ট্রকেও শিক্ষার্থীদের সামাজিক সুরক্ষা দিতে হবে। তা হলেই ঝরে পড়া রোধ করা সম্ভব হবে।

শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা পরিসংখ্যান ব্যুরোর (ব্যানবেইস) সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. একরামুল কবির বলেন, সামাজিক অবক্ষয়ের কারণেও শিক্ষার্থী ঝরে পড়ছে। বর্তমানে ইভটিজিং মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। মেয়েদের ওপর শারীরিক নির্যাতন বেড়ে গেছে। স্কুলে যাওয়ার পথে রিশার (উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের ছাত্রী) মতো আরও অনেক ছাত্রী হত্যা ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। যেসব অভিভাবক নিরাপত্তার অভাববোধ করছেন তারা সন্তানকে স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছেন। অপরাধীদের দ্রুত ও কার্যকরী বিচারের মুখোমুখি করতে হবে, যাতে করে অভিভাবকরা শিক্ষার্থীদের স্কুলে পাঠাতে নিরাপত্তাবোধ করেন।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) পরিচালক (মাধ্যমিক) অধ্যাপক এলিয়াছ হোসেন বলেন, শিক্ষার্থীদের ধরে রাখতে উপবৃত্তি চালু করা হয়েছে। দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ক্লাস চালু করা হয়েছে। মেয়েদের বাল্য বিয়ে নিরুৎসাহ করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব কারণে আমাদের দেশে আগের চেয়ে ঝরে পড়ার হার হ্রাস পাচ্ছে।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় মাধ্যমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের জন্য ২০০৩ সাল থেকে সেকেন্ডারি এডুকেশন সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট প্রজেক্ট (সেসিপ) নামে একটি প্রকল্প চালু রয়েছে। এই প্রকল্পের মধ্যেমে ইংরেজি, গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ে ভীতি দূর করতে প্রতি মাসে ১ ঘণ্টা করে অতিরিক্ত ১৮টি ক্লাস নেওয়া হচ্ছে। দেশের দারিদ্র্য বিমোচন করে উন্নত মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা প্রকল্পের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। সরকার শিক্ষার্থীদের ঝরে পড়া বন্ধে অনেক আগ থেকেই বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করছে, উপবৃত্তি অব্যাহত রয়েছে, কিন্তু আনুপাতিক হার কমলেও কিছুতেই বন্ধ হচ্ছে না শিক্ষার্থী ঝরে পড়া।